সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান

বই	সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

Sijdah.com

wafilife.com

মূল্য : ১৫৬ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭
সবর ০৯
সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি ১০
'সবর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৭
সন্তুষ্টি ও সবরের মাঝে পার্থক্য ২০
সবরের প্রকারভেদ ২০
সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ ২৩
বিপদের কথা গোপন রাখা ২৫
সবরের আদব ২৭
সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা ৪১
সালাফের অসুস্থকালীন প্রার্থনা ৭৮
সবরের প্রতিদান ৯২
সবরকারীদের প্রতিদান ৯৪
বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ ১০৬
বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত ১১৮
পরিশিষ্ট ১২০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি ধৈর্যকে বানিয়েছেন এমন তেজি ঘোড়া, যা হোঁচট খায় না; এমন তলোয়ার, যা ভোঁতা হয় না এবং এমন প্রাচীর, যা ধসে পড়ে না। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সবরকারী, সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ ও সর্বাধিক প্রশংসাকারী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি।

পার্থিব এ জীবনে বিপদের সমাগম স্বাভাবিক এবং পরীক্ষা অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আমরা এমন এক ভুবনে অবস্থান করছি, যেখানে রয়েছে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট। রয়েছে কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু অলসতা ও দুর্বলতা আমাদের অধিকাংশকে নিরাশার দিকে ধাবিত করছে এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরের ব্যাপারে হতাশার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রকৃত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও প্রশংসাকারীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প।

সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত, যার পরিবর্তন ঘটবে না এবং বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর ফয়সালা চূড়ান্ত, যার মাঝে বিবর্তন আসবে না।

কিন্তু নতুন নতুন বিপদের সমাগম ও ক্রমাগত বিপর্যয়ের করাঘাতে মানুষের মাঝে চারটি বিষয়ের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে :

এক. অসন্তুষ্টি, ধৈর্যহীনতা ও প্রতিদানের ব্যাপারে নৈরাশ্য। বরং অনেক মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় এসবের ব্যাপারে অসর্তক থাকে।

দুই. অস্থিরতা ও অসন্তোষ। এরা মনে করে, দুনিয়াকে শুধু বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

তিন. মৃত্যু বা এ ধরনের বড় বড় বিপদ ব্যতীত অন্যান্য বিপদে প্রতিদানের আশা না রাখা। তারা ভুলে যায় যে, প্রতিটি বিপদেই বান্দার জন্য প্রতিদান রয়েছে, যদিও তা পায়ে কাঁটা বিঁধার মতো সামান্য বিপদ হোক।

চার. অনেকে মনে করে, বিপদাপদ ও পরীক্ষা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এবং যে নিয়ামত ও সচ্ছলতা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে সাহায্য করে না, সে নিয়ামত ও সচ্ছলতাকে তারা বিপদ বা পরীক্ষা মনে করে না।

বক্ষ্যমাণ বইটি (أين نحن من هؤلاء؟) **'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা'** সিরিজের চতুর্থ উপহার। এটি সালাফের সবর, শোকর ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনাসমৃদ্ধ চমৎকার একটি বই। এতে তুলে ধরা হয়েছে সালাফের ওপর আপতিত বিপদাপদের কথা, যা আমাদের বিপদাপদের চেয়েও শতগুণ বেশি ছিল।

এই বইটিতে রয়েছে বিপদগ্রস্তের জন্য সমবেদনা এবং দুর্দশাগ্রস্তের জন্য সান্ত্বনা। পাশাপাশি এটি ধৈর্যের গুণ অর্জন করতে সহায়তা করবে এবং বান্দার সাওয়াবের প্রত্যাশাকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই সকল ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত করুন, কিয়ামতের দিন যাদের উদ্দেশে ঘোষণা করা হবে—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, যেহেতু তোমরা সবর অবলম্বন করেছিলে, কাজেই কত ভালো এই পরিণাম-গৃহ!'[১]

وصلى الله على نبينا محمد

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

১. সুরা আর-রাদ : ২৪

সবর

বান্দার পার্থিব জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে নানাবিধ পরিবর্তন। পরিবর্তন হয় অবস্থার। এ পরিবর্তন দুই প্রকার।

এক. অপ্রিয় বস্তু দূর হয়ে প্রিয় বস্তু অর্জিত হবে। এ সময়ে তার করণীয় হলো, শোকর করা এবং এ কথা স্বীকার করা যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ তাকে প্রদান করা হয়েছে। মনে মনে তা স্বীকার করবে এবং মুখেও সে ব্যাপারে আলোচনা করবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ওপর সাহায্য কামনা করবে। তবেই সে হবে প্রকৃত শাকির বা কৃতজ্ঞ বান্দা।

দুই. প্রিয় বস্তু হাতছাড়া হবে এবং অপ্রিয় বস্তু অর্জিত হবে। ফলে বান্দার মাঝে দুঃখ-কষ্ট ও বিভিন্ন দুশ্চিন্তার সঞ্চার হবে। এ অবস্থায় তার করণীয় হলো, সে সবর করবে—কোনো প্রকার অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করবে না এবং এ বিপদের ব্যাপারে মানুষের কাছে অভিযোগ করবে না। বরং তার সকল অভিযোগ হবে শুধু স্রষ্টার সমীপে। যার জীবন বিপদে সবরকারী এবং সুখে কৃতজ্ঞ, তার পুরো জীবনটাই কল্যাণকর। সে এর মাধ্যমে অর্জন করবে বিশাল প্রতিদান ও ঈর্ষনীয় সুনাম-সুখ্যাতি।[২]

২. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ৫

সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি

বান্দার সকল বিপদ নিম্নোক্ত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত :

১. নিজের সত্তার ওপর বিপদ।

২. সম্পদের ওপর বিপদ।

৩. ইজ্জত-আবরুর ওপর বিপদ।

৪. পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের ওপর বিপদ।

বিপদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। বরং অনেক সময় দেখা যায়, মুত্তাকি মুমিন সাধারণ মুমিনের তুলনায় বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। বাস্তবতা তা-ই বলে।[৩] বর্তমান সময়ে বিপদ আসলে সকল মানুষকেই সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মনে হয়, দুনিয়ার ভিত্তি যে বিপদাপদের ওপর রাখা হয়েছে—এ ব্যাপারে তারা অবগত নয়। তারা মনে হয় জানেই না যে, দুনিয়াতে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতারই অপেক্ষা করে; যুবক অপেক্ষা করে বার্ধক্যের এবং অস্তিত্বশীল বস্তু অপেক্ষা করে, কখন তার অস্তিত্ব বিলীন হবে।

বিপদগ্রস্ত মুমিনকে জানতে হবে যে, বিপদের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করছেন। তার ধ্বংস, বিনাশ বা শাস্তি বিপদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার সবর, ইমান ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টির পরীক্ষা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সকাতর প্রার্থনা শুনতে চান এবং তাকে আল্লাহর দরজায় করাঘাতকারী, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ও তাঁর কাছে সকল অভিযোগ ব্যক্তকারী হিসেবে দেখতে চান। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

৩. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ১২

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।'[৪]

অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।'[৫]

তিনি আরও বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারী ও সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।'[৬]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নব্বইয়ের অধিক স্থানে 'সবর' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সবরকে অনেক কল্যাণ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সবরকে এগুলোর পূর্বশর্ত অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য রাখেননি। ইরশাদ করেন :

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[৭]

---

৪. সূরা আল-বাকারা : ১৫৫
৫. সূরা আজ-জুমার : ১০
৬. সূরা মুহাম্মাদ : ৩১
৭. সূরা আল-বাকারা : ১৫৭

অর্থাৎ সবরকারীদের জন্য একসাথে হিদায়াত, রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের পুরস্কার রয়েছে।[৮]

আল্লাহ তাআলা সালাতের সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয়ই তা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।'[৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।'[১০]

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসিবতে ফেলেন।'[১১]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, তাঁর অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য।

অন্য হাদিসে রাসুল ﷺ আমাদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৮
৯. সুরা আল-বাকারা : ৪৫
১০. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৯/১০
১১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪৫

'মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'[১২]

অন্যান্য মানুষের ন্যায় নবি-রাসুলগণ ﷺ-এর ওপরও একের পর এক বিপদের ঝড় এসেছিল এবং অন্যদের তুলনায় তাঁরা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন কারা?" তিনি বললেন, "নবিগণ।" আমি বললাম, "অতঃপর কারা?" তিনি বললেন :

ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

"তারপর নেককার লোকেরা। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে, শেষপর্যন্ত তার কাছে পরিধানের জুব্বাটি ছাড়া কিছুই থাকে না, যা সে তালি দিয়ে পরিধান করে। তবে এরূপ কঠিন বিপদেও সে এমন আনন্দিত হয়, যেমন তোমরা ধন-সম্পদ অর্জিত হলে আনন্দিত হও।"'[১৩]

প্রিয় ভাই, 'সবর' দ্বীনি মর্যাদাসমূহের একটি এবং 'সালিকদের' (আধ্যাত্মিক সাধনাকারী) একটি মনজিল।[১৪]

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'ইমানের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, ফয়সালার ব্যাপারে সবর এবং তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্টি।'[১৫]

---

১২. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪১
১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০২৪
১৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৬৫
১৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৫৬

নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

'ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়।'[১৬]

হাসান ﷺ বলেন, 'সবর হলো কল্যাণের একটি রত্নভান্ডার। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেই তা দান করেন, যে তাঁর নিকট সম্মানিত।'[১৭]

রাসুল ﷺ বলেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَشَكَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ

'মুমিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। কারণ, তার সব বিষয়ই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য এমনটা নয়। যখন সে সুখে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে; ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন সবর করে; ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[১৮]

শাকিরিন বা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্জিত কল্যাণ হলো 'জিয়াদাহ' বা অতিরিক্ত পাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'আর স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ঘোষণা করলেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেবো।'[১৯]

---

১৬. শুআবুল ইমান : ৪০

১৭. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৫

১৮. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৩৮৪৯

১৯. সুরা ইবরাহিম : ৭

আর সবরকারীদের অর্জিত কল্যাণ হলো, সাওয়াব, প্রতিদান, ক্ষমা ও রহমত।[২০]

ফুজাইল ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে বিপদের মাধ্যমে দেখাশোনা করেন, যেমন কোনো লোক তার পরিবারকে কল্যাণের সাথে দেখাশোনা করে।'[২১]

তিনি আরও বলেন, 'বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে মুসিবত মনে করবে। এবং যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের প্রশংসা অপছন্দ করবে।'[২২]

এক লোক ইমাম শাফিয়ি ﵀-কে প্রশ্ন করল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, কারও জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম নাকি পরীক্ষিত হওয়া উত্তম?' তিনি বললেন, 'পরীক্ষা ছাড়া কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ইসা ও মুহাম্মাদ—সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহিম আজমাইন—কে পরীক্ষা করেছেন। যখন তাঁরা সবর করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং কেউ যেন বিপদ থেকে একদম মুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা না করে।'[২৩]

আল্লাহ তাআলা সবর ও ইয়াকিনকে ধর্মীয় নেতার যোগ্যতা স্থির করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, যেহেতু তারা সবর করেছিল। আর তারা আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।'[২৪]

---

২০. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ৫
২১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৩৯
২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/৪৩৪
২৩. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং ২৬৯
২৪. সুরা আস-সাজদা : ২৪

প্রিয় ভাই, বিপদ বিভিন্ন ধরনের। তবে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, দ্বীনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় বিপদ। এটি ক্ষতির চূড়ান্ত সীমা, যেখানে লাভের আশা করা যায় না এবং এমন বঞ্চনা, যেখানে লোভ করা যায় না।[২৫]

কবি বলেন :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه *** فما فاته منها فليس بضائر

'দুনিয়া যখন কারও মাঝে তার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখে, তখন দুনিয়ার সকল বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

২৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪